যায়যায়দিন

তারিখ ·· 25 FEB 2009
পৃষ্ঠা ··· কলাম ···

পরীক্ষার্থীর মুখ দেখে নাম্বার দেন শিক্ষকরা

নলছিটি (ঝালকাঠি) সংবাদদাতা

পরীক্ষার্থীর মুখ দেখে নাম্বার দেয় ঝালকাঠির নলছিটির কম্পিউটার ব্যবহারিক পরীক্ষার শিক্ষকরা। এসএসসি পরীক্ষার কোনো কেন্দ্রেই পর্যাপ্ত কম্পিউটার না থাকায় পরীক্ষকরা ভালোভাবে পরীক্ষা নিতে পারছেন না। যে কারণে পরীক্ষার পুরো সময়টাই বসে আর গল্প করে কাটে পরীক্ষক ও পরীক্ষার্থীদের।

বর্তমানে এসএসসি পরীক্ষা চললেও কম্পিউটার ব্যবহারিক পরীক্ষা গ্রহণের জন্য প্রস্তুত নয় নলছিটির কম্পিউটার বিষয়ের ব্যবহারিক পরীক্ষাকেন্দ্র।

স্থানীয় স্কুলগুলোতে কম্পিউটার বিষয়ের শত শত শিক্ষার্থী থাকলেও তাদের জন্য নেই সামান্য কোনো সুযোগ-সুবিধা। কোনো স্কুলেই নেই ব্যবহারিক পরীক্ষার জন্য পর্যাপ্ত কম্পিউটার। কোনো স্কুলে মাত্র একটি কম্পিউটার দিয়ে চলছে এ কার্যক্রম।

কোথাও কম্পিউটার থাকলেও দীর্ঘদিন ধরে তা পড়ে রয়েছে অকেজো অবস্থায়। তাছাড়া বেশকিছু প্রতিষ্ঠানে নেই কম্পিউটার শিক্ষকও। উপজেলার বিভিন্ন স্কুল ঘুরে জানা গেছে, একাধিক স্কুলের বেশকিছু কম্পিউটার বর্তমানে নষ্ট। একটি কেন্দ্রেও পরীক্ষার্থীর তুলনায় পর্যাপ্ত কম্পিউটার না থাকায় বেশিরভাগ সময়ই ব্যবহারিক পরীক্ষা না নিয়েই ইচ্ছামতো নাম্বার দেয়া হয়। নলছিটির এক স্বনামধন্য বিদ্যালয়ের এক কম্পিউটার শিক্ষক জানান, কম্পিউটার ব্যবহারিক পরীক্ষায় প্রতি আট পরীক্ষার্থীর জন্য একটি কম্পিউটার প্রয়োজন। কিন্তু এখানে ১২-১৩ পরীক্ষার্থীর জন্যও কোনো স্কুলে একটি কম্পিউটার নেই।

তবে এ ব্যাপারে নলছিটি বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. জলিলুর রহমান আকন্দ জানান, কোনো স্কুলের কম্পিউটারের তুলনায় পরীক্ষার্থী বেশি থাকলে পরীক্ষার্থীদের কয়েক ভাগে ভাগ করে কয়েকদিন বসে এ পরীক্ষা নেয়া হয়। ব্যবহারিক পরীক্ষায় ইচ্ছামতো নাম্বার দেয়ার কথা অস্বীকার করে তিনি বলেন, স্বাভাবিকভাবে পরীক্ষা নিয়েই তাদের নাম্বার দেয়া হয়। এখানে মুখ দেখে নাম্বার দেয়ার কোনো সুযোগ নেই। তবে এ অভিযোগ স্বীকার করেছেন নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েক স্কুলের একাধিক কম্পিউটার বিষয়ের শিক্ষক। এ প্রসঙ্গে নলছিটি ম্যার্চেন্টস মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের এক ছাত্র জানায়, কম্পিউটার ব্যবহারিক পরীক্ষা সবসময়ই খুব তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যায়। ওই দিন শিক্ষক ও পরীক্ষার্থীরা সবাই রিলাক্সভাবে কাটায়।

পরে শিক্ষক ইচ্ছামতো প্রত্যেককে নাম্বার বসিয়ে দেন। কম্পিউটার বিষয়ে ব্যবহারিক পরীক্ষায় নানা ধরনের সমস্যার কথা স্বীকার করে নলছিটি বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কম্পিউটার শিক্ষক আমিনুল ইসলাম জানান, এ বিষয়টিকে উন্নত করার জন্য সরকারের এখনই এদিকে নজর দেয়া উচিত।

সবার আগে এ খাতে বরাদ্দ বাড়াতে হবে। নাহলে এদেশে কম্পিউটার শিক্ষা শুধু নামেই থাকবে, কাজের কিছুই হবে না।

তবে শুধু এসএসসি নয়- এইচএসসি পরীক্ষায়ও ঘটে একই ঘটনা। কোনো কলেজেই পর্যাপ্ত কম্পিউটার না থাকায় শিক্ষার্থীরা যেমন কিছু শিখতে পারছে না তেমনি তারা ভালোভাবে পরীক্ষাও দিতে পারছে না। সব মিলিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে কম্পিউটার সঙ্কটে এখানকার ছাত্রছাত্রীদের কম্পিউটার শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যাহত হচ্ছে।